মেহেরপুরে ৮ টি মামলার আসামীসহ ২ জন আটক, ৬ গ্রাম হেরোইন জব্দ

মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের মাদক বিরোধী অভিযানে ৬ গ্রাম হেরোইন ও ৮ টি মামলার আসামীসহ দুই মাদক বিক্রেতা আটক হয়েছে।
এরা হলেন, সাইফুল ইসলাম(৪০) ও কামরুজ্জামান(৩০)।
সোমবার (২৫ জুলাই) দিবাগত রাত ৮ টার দিকে সদর উপজেলার বামন পাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে এই দুজনকে আটক করে পুলিশ। এসময় তাদের দেহ তল্লাশি চালিয়ে তাদের কাছ থেকে ছয় গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করে পুলিশ।
মেহেরপুর সদর থানার এসআই জুম্মান খানের নেতৃত্বে এ এস আই ইব্রাহিম বিশ্বাস ও এএস আই মোহাম্মদ মাহবুব সহ-সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালান।
আটককৃত সাইফুল ইসলাম সদর উপজেলার বামন পাড়া এলাকার মানারুল ইসলামের ছেলে এবং কামরুজ্জামান মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজার এলাকার মৃত আব্দুল মুমিন শেখের ছেলে। দুজনের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়েছে।
আটক সাইফুল ইসলামের নামে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে আটটি মামলা রয়েছে।
মঙ্গলবার (২৬ জুলাই) সকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হবে।

মেহেরপুরে দুইটি ওষুধের

দোকানে ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড

মেহেরপুর শহরের কাথুলী বাস স্ট্যান্ডের দুটি ওষধের দোকানে অভিযান চালিয়ে মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষধ এবং স্যাম্পল পাওয়ায় ৫ হাজার টাকা করে ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদলতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট।

মেহেরপুর শহরের কাথুলী বাস স্ট্যান্ড এলাকার ঈশান ইমন ফার্মেসী ও খান ফার্মেসিতে এ অভিযান চালান ম্যাজিস্ট্রেট।
মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আসাদুজ্জামান নূর এ আদালত পরিচালনা করেন।

সোমবার (২৫ জুলাই) দুপুরের দিকে মেহেরপুর শহরের কাথুলী বাস স্ট্যান্ড এলাকায় ফার্মেসি দুটিতে অভিযান চালিয়ে মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষধ ও বিভিন্ন কোম্পানির স্যাম্পল পাওয়ায় ড্রাগ আইন ১৯৪০ এর ১৮ ধারা ভঙ্গের অপরাধে ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে ২৭ ধারাই ২ টা দোকানে মোট ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড করা হয়।

মুজিবনগরে শারীরিক প্রতিবন্ধী আকালির নতুন যাত্রা…

ফ্রান্সিস দফাদার ওরফে আকালি। মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান গ্রামের শারীরিকভাবে অসুস্থ। জীবন যুদ্ধে ক্লান্ত আকালির যাপিত জীবনে পাশে হয়তো অনেকেই দাড়িয়েছেন বিচ্ছিন্নভাবে, কিন্তু তা তার দারিদ্র্যের যবনিকা টানতে পারেনি।

আত্মমর্যাদার সাথে আয়বর্ধনকারী কাজের সংস্থান ছিলো আকালির একমাত্র লালিত স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন সত্যি করতে দশ হাজার টাকা মুদি সামগ্রী কিনে দিয়ে দোকান চালিয়ে জীবন সংগ্রামে সহযোগীতা করেছে উপজেলা প্রশাসন।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মুনসুর আলম খান এঁর আর্থিক সহায়তায় ও পরামর্শে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকারের তত্ত্বাবধানে, ফ্রান্সিস দফাদার ওরফে আকালির নতুন পথযাত্রা শুরু হয়েছে।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সুজন সরকার বলেন, মেহেরপুরের মুজিবনগরের উন্নয়নের রুপকার জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন, যিনি প্রশাসনের সকল শুভ কাজের অনুপ্রেরণা। তারই অনুপ্ররণায় এবং প্রশাসনের সহযোগীতায়, শারীরিক প্রতিবন্ধী

আকালিকে জীবন সংগ্রামে নতুন যাত্রা শুরু হলো।

আকালির সাথে কথা বলে জানা যায়, তার চাহিদা মোতাবেক দোকানের জন্য তাকে দশ হাজার টাকার বিভিন্ন মুদি সামগ্রী জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কিনে দেয়া হয়েছে। সহযোগীতার জন্য, প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন, জেলা প্রশাসক ও মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞত জানান।

অজ্ঞানপার্টির খপ্পরে পড়ে গরু ব্যবসায়ী অর্ধলক্ষ টাকা লুট

যাত্রীবাহি বাসের মধ্যে অজ্ঞান পার্টির খপ্পরে পড়ে অর্ধলক্ষ টাকা হারিয়ে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছেন কুষ্টিয়া মিরপুর উপজেলার বহলবাড়িয়া ছত্রগাছা গ্রামের গরু ব্যবসায়ী মতিয়ার রহমান (৫৭)।

সোমবার দুপুরে মেহেরপুর কুষ্টিয়া সড়কের মিরপুর কাতলামারি বাজারে আসার পথে যাত্রীবাহি একটি বাসের মধ্যে এঘটনা ঘটে। মতিয়ার রহমান বহলবাড়িয়া গ্রামের মুত মুলহাক মন্ডলের ছেলে।

মতিয়াররের বড় ছেলে সোহাগ জানান, সোমবার দুপুরে কাতলামারি পশু হাটে গরু ক্রয় করার জন্য আমার মায়ের কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকা নিয়ে রাস্তায় বের হন আমার বাবা। তার কাছেও টাকা ছিল যার পরিমান আমরা বলতে পারবোনা। একটি মোবাইল ফোন ছিল। বিকেল গড়িয়ে সন্ধা হলেও বাবা বাড়ি না ফিরে এলে তার মোবাইলে কল করা হয়। কলটি গাংনী হাসাপালের একজন ব্যাক্তি রিসিভ করে আমার বাবার বিষয়টি জানতে পেরে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ছুটে আসি। আমার বাবা এখনও অজ্ঞান অবস্থায় রয়েছেন। তার কাছে টাকা পায়সা যা ছিল সব নিয়ে গেছে অজ্ঞান পার্টির সদস্যরা। বাস চালক তাকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনে নামিয়ে দিয়ে যায়। আমার বাবাকে বাজারের লোকজন হাসপাতালে ভর্তি করেন।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্রে চিকিৎসক খোকন রেজা জানান,

অজ্ঞাত ব্যাক্তি হিসেবে অজ্ঞান অবস্থায় ভর্তি করা হয়েছিল ওই ব্যাক্তিকে। পরে পারিবারের লোকজন এসে তার পরিচয় নিশ্চিত হওয়া গেছে। তবে তার জ্ঞান ফিরে পেতে অনেক সময় লাগবে।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, বিষয়টি শূনে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পুলিশ পাঠিয়েছিলাম। মতিয়ারের জ্ঞান ফিরে না আসা পর্যন্ত কিছ’ বলা যাচ্ছেনা তার সাথে কি হয়েছে।

ক্ষেতের জমিতেই কৃত্তিম পদ্ধতিতে পাট জাগ দিচ্ছেন মেহেরপুরের কৃষকরা

পানির অভাবে ক্ষেতেই কৃত্তিম উপায়ে পাট জাগ দিচ্ছেন মেহেরপুরের পাট চাষীরা।

টানা বৃষ্টিপাত না হওয়ায় এলাকার খাল-বিল ও পুকুরগুলো এখন পানি শুণ্য। ভৈরব, সরস্বতি, কাজলাসহ বিভিন্ন খাল বিলগুলোতে পানি থাকলেও পাট জাগা দেয়া নিয়ে সেখানে সরকারী নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। তাই এলাকার হাজার হাজার পাট চাষী তাদের পাট জাগ দেয়া নিয়ে চরম বিপাকে পড়েছেন।

মেহেরপুর সদর উপজেলার কাথুলি সড়কের উজুলপুর, কুলবাড়িয়া, শ্যামপুর, আলমপুর, নোনাপাড়া, মুজিবনগর উপজেলার নাজিরাকোনা, আনন্দবাস, বাগোয়ান, পুরন্দরপুর, মোনাখালি, গাংনী উপজেলার চেংগাড়া, বাওট, মটমুড়াসহ বিভিন্ন গ্রামের পাট চাষীরা পানির অভাবে পাট জাগ দিতে পারছেন না। তারা এখন পাট জাগ দিতে না পেরে পাটের জমিতেই আটি বেঁধে তার উপর মাটি রেখে পানি দিয়ে কৃত্তিম উপায়ে পাট পচাচ্ছেন।

মেহেরপুর জেলা কৃষি বিভাগের তথ্যমতে, জেলায় এবছর প্রায় ২০ হাজার হেক্টর জমিতে পাট চাষ হয়েছে।

মুজিবনগর উপজেলার বল্লভপুর গ্রামের কৃষক ওয়াসিম শেখ বলেন, দেড়

বিঘা জমিতে পাট চাষ করেছি। জমির পাশে সরকারি খাল থাকা সত্তেও প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞা থাকায় সেখানে পাট জাগ দিতে পারিনি। তাই, পাট কেটে গাড়িতে করে বয়ে নিয়ে পাশের গ্রাম নাজিরাকোনাতে চাষের জমি গর্ত করে সেখানে জাগ দিতে হয়েছে। এতে করে ভোগান্তির পাশাপাশি পাটের উৎপাদন ব্যায় বেড়েছে।

আনন্দবাস গ্রামের কৃষক আলাউদ্দীন বলেন, আমার ২ বিঘা জিমিতে পাটের চাষ আছে। এবার পানির অভাবে কোথাও পাট জাগ দিতে পারিনি। পানির জন্য পাট জাগ দিতে এলাকার কৃষকদের মাঝে হাহাকার তৈরী হয়েছে।এলাকার কৃষকরা নিজ জমিতে গর্ত করে সেখানে পাট জাগ দিচ্ছেন।

গাংনী উপজেলার জোড়পুকুরিয়া গ্রামের কৃষক খোকন আলী ও আলী হোসেন বলেন, পাটকে আমাদের দেশে সোনালী আঁশ বলা হয়। পাটের সেই সোনালী সময় ফেরাতে পাট চাষ করছেন কৃষকরা। অথচ, সেই কৃষকদের সরকারী খাল-বিলে বা জলাশয়ে পাট জাগ দিতে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন প্রশাসন। তাহলে কৃষকরা পাট নিয়ে যাবেন কোথায়?

গাংনীতে মাদক সেবীর কারাদন্ড দিয়েছে ভ্রাম্যমান আদালত

মাদক সেবনের অভিযোগে শিপন দাস (৪০) নামের এক ব্যক্তিকে ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা অর্থদন্ড করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট।

দন্ডিত শিপন দাস গাংনী মহিলা কলেজ পাড়ার বাদল দাসের ছেলে।

আজ সোমবার (২৫ জুলাই)দুপুরে গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট নাজমুল আলম এ জেল জরিমানা প্রদান করেন।

এর আগে সকালের দিকে গাংনী মহিলা কলেজ পাড়ায় মাদক সেবন করার সময় মেহেরপুর জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের একটি টীম অভিযান চালিয়ে তাকে৮ পুরিয়া গাঁজা ও দুইটি কল্কিসহ আটক করেন। পরে ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নাজমুল আলমের

ভ্রাম্যমান আদালতে হাজির করেন।

ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নাজমুল আলম বলেন, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মাদকসেবী শিপন দাসকে ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদন্ড ও ১ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

এসময় মেহেরপুর জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের এসআই আব্দুল মান্নান সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে শোভা হত্যাকারীর ফাঁসি দাবিতে মানববন্ধন

মেহেরপুরের গাংনীর কলেজ ছাত্রী হত্যার প্ররোচণাকারী ও নির্যাতনকারি স্বামীর ফাঁসি দাবিতে মানব বন্ধন করেছে তার কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা।

সোমবার বেলা ১১টার দিকে গাংনী প্রেস ক্লাবের সামনের সড়কে এ মানব বন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এমএ খালেক, গাংনী সরকারি ডিগ্রি কলেজ অধ্যক্ষ মনিরুল ইসলাম ও শোভার পিতা জাপা নেতা আব্দুল হালিম।

দুই বছর আগে ঢাকায় ভাড়া বাসায় স্বামীর সাথে বসবাস করা অবস্থায় আত্মহত্যা করে শোভা। শোভা রাজমিন হুসনাকে হত্যা করা হয়েছে অভিযোগ করে মামলা দায়ের করেছিলেন শোভার পিতা। ২০১৯ সালের ১০ সেপ্টেম্বর শোভা রাজমিন হুসনা স্বামীর সাথে ঢাকায় বসবাসরত অবস্থায় আত্নহত্যা করে।

মুজিবনগরে কম্পিউটার এন্ড ডেইলী শপে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

মুজিবনগর উপজেলা শহরের তিশা কম্পিউটার এন্ড ডেইলী শপ নামের একটি বড় দোকানে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় নগদ টাকা সহ প্রায় ৭/৮ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে ।

রবিবার দিবাগত রাত আনুমানিক ৩ টার দিকে মুজিবনগর ব্রাক অফিসের পাশে তিশা কম্পিউটার এন্ড ডেইলী শপে এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

দোকানের মালিক সামসুজ্জোহা জানান, দোকানের মালামাল, নগদ টাকা, ফ্রীজ, টেলিভিশনসহ ৭/৮ লক্ষ টাকার মালামাল পুড়ে ভস্মিভূত হয়েছে। তিনি বলেন, আমি দক্ষ ইলেক্টিশিয়ান দিয়ে আমার এই দোকানের ওয়্যারিং করিয়েছি। বিদ্যুতের শর্টসার্কিট হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। কেউ শত্রুতা বসত দোকানে আগুন দিতে পারে।

সামসুজ্জোহা বলেন, আমি গতরাত সাড়ে ১০ টার দিকে মেহেরপুরে থেকে ওষধ নিয়ে এসে দোকানে রেখে বাড়ি যায়। ভোররাত ৪ টার দিকে হাসান নামের একজন প্রতিদিন আমার দোকানের লাইট বন্ধ করেন। আজকেও সে লাইট বন্ধ করতে এসে দোকানের মধ্যে থেকে পোড়া গন্ধ পেয়ে আমাকে খবর দেন। পরে দোকানে এসে দেখি আমার দোকানের সব শেষ। পুড়ে গেছে আমার জীবনের সব কিছু।

ফায়ার সার্ভিসের একটি টীম আসলেও কোনো কিছুই অবশিষ্ট পাননি। তবে ফায়ার সার্ভিসের প্রাথমিক ধারণা বিদ্যুতের শর্টসার্কিট থেকেই অগ্নিকান্ডের সূত্রপাত হতে পারে।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেল ঘটনার সত্যতা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, খবর পেয়ে পুলিশের একটি টীম ঘটনাস্থল গিয়েছে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৪, মামলা রজ্জু ৩ টি

মেহেরপুর সদর থানা ও মুজিবনগর থানা পুলিশের নিয়মিত অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৩ ও মাদক মামলা ১ জনসহ ৪ জন গ্রেফতার হয়েছেন।

রবিবার সকাল থেকে আজ সোমবার (২৫ জুলাই) ভোররাত পর্যন্ত দুটি উপজেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব আসামী গ্রেফতার করা হয়।

আসামীদের মধ্যে সদর থানা পুলিশ আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর মামলায় ৩ জন ও মুজিবনগর থানা পুলিশ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে দায়ের হওয়া নিয়মিত মামলায় ১ জনকে গ্রেফতার করেন।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদ ও মুজিবনগর থানার ওসি মেহেদি রাসেলের নেতৃত্বে পুলিশের পৃথক টিম গ্রেফতার অভিযানে অংশ নেন।

মেহেরপুর পুলিশ সুপারের কন্ট্রোল রুম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এদিকে গাংনী ও সদর থানায় দুটি মারামারি ও মুজিবনগর থানায় মাদক উদ্ধারের ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা এফআইআরভুক্ত করা করা হয়েছে।

আজ সোমবার (২৫ জুলাই) সকালের দিকে গ্রেফতারকৃত আসামীদের আদালতে সোপর্দ করা হবে বলে জানান সূত্রটি।

গাংনীর হাড়িয়াদহ গ্রামে ১৭

দিনে ৫ টি গরু চুরি

প্রবাস জীবনও তার ভাগ্য বদলাতে পারেনি। জীবনের ভাগ্যের চাকা ঘোরাতেই গেছিলেন ইরাকে। সেখানে গিয়ে মৃত্যুর মুখে পড়েন তিনি। অবশেষে দেশে ফিরেছেন শুণ্য হাতে। অবশেষে এনজিও থেকে ঋণ নিয়ে ভ্যান কিনেই এখন ঘোরাচ্ছেন জীবনের চাকা।

ভ্যান চালানোর পাশাপাশি সংসারের স্বচ্ছলতা ফেরাতে ধার দেনা ও ঋণ নিয়ে দুটো গরু কিনেছিলেন তিনি। বিধিবাম সেখানেও চোরের হানা। এখন ভেঙ্গে গেছে দরিদ্র ভ্যান চালক কামালের সেই স্বপ্ন। ২ টি গরু হারিয়ে কামাল হোসেন এখন পাগল প্রায়।

কামাল হোসেন গাংনী উপজেলার হাড়িয়াদহ গ্রামের উত্তরপাড়া এলাবার নুরুন্নবীর ছেলে। গত শনিবার দিবাগত রাতের কোনো এক সময় তার গোয়াল ঘর থেকে গরু চুরি করে নিয়ে যায় চোরের দল।

কামাল হোসেন জানান, ধার দেনা ও এনজিও থেকে ঋণ নিয়ে ২টি এঁড়ে গরু কিনেছিলাম। সংসারের স্বচ্ছলতা ফেরাতে প্রতিদিনই হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করেও গরু দুটিকে যত্ন করতাম। গরু দুটি নিয়েই সংসারের স্বচ্ছলতার স্বপ্ন ছিল আমার। কিন্তু আর হলোনা। আমার ভাগ্যই খারাপ। তিনি বলেন, রাতে ঘুমিয়ে ছিলেন।

রাত আনুমানিক ৩টার দিকে গোয়াল ঘরে গিয়ে দেখি গরু দুটি নেই। চোরের দল চুরি করে নিয়ে গেছে। তিনি বলেন আমার বড় ভাই মাংস বিক্রেতা জামাল হোসেনের দুটি গরুও চোরের দল নিয়ে গেছিল। কিন্তু ফঁসকে বের হয়ে গরু দুটি পালিয়ে এসেছে।

স্থানীয় সাংবাদিক সাহাজুল ইসলাম সাজু জানান, এই গ্রামে গত ১৭ দিনে ৫ টি গরু চুরি হয়েছে। এর আগে গ্রামের ভ্যান চালক আকছেদ আলীর ২টি ও ব্যবসায়ি আব্দুর রশীদের ১টি গরু চুরি হয়েছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক বলেন, গরু চুরির বিষয়ে কেউ অভিযোগ দেইনি। পুলিশ প্রতি রাতেই বিভিন্ন এলাকায় ডিউটি পালন করে থাকেন। হাড়িয়াদহ গ্রামেও ডিউটির ব্যবস্থা করা হবে। এছাড়া গরু চোর ধরতে এলাকায় খোঁজ খবর নেওয়া হচ্ছে।